একাত্তরে-ই ছিল।

আজকে তোদের যা কিছু চাই, একাত্তরেই ছিল,
“বাংলাদেশী” নামের বড়াই একাত্তরেই ছিল।

ঐক্যবোধের শক্ত জাতি, মুল্যবোধের ভক্ত জাতি,
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বোধ একাত্তরেই ছিল,
ধর্ম-চোরার অধর্ম-রোধ একাত্তরেই ছিল।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, মুক্তিপাগল প্রলয় নৃত্য,
নষ্ট পাকি’র ভ্রষ্ট খোয়াব, বজ্রমুষ্ঠি পষ্ট জওয়াব,
জন্ম-সুখের যন্ত্রণা তোর একাত্তরেই ছিল,
ক্ষণিক পাওয়া পরশপাথর একাত্তরেই ছিল।

দিব্য-লোকের সেই বরাভয়, দিক বলয়ের মুক্ত অভয়
দীপ্ত ভবিষ্যতের বাণী, ক্ষিপ্ত ধরা কালনাগিনী,
তৃপ্ত বিজয়-মগ্ন মানব একাত্তরেই ছিল,
ভগ্ন হত নগ্ন দানব একাত্তরেই ছিল।

শিকল পরা পায়ের নাচন, শিকল ভাঙ্গার মরণ-বাঁচন,
মুক্ত দেশের সুস্মিতলোক, বিশ্ববাসীর বিস্মিত চোখ,
নিঃস্ব জাতির বিশ্ববিজয় একাত্তরেই ছিল,
অভ্রভেদী সেই পরিচয় একাত্তরেই ছিল।

ঐ মহাকাল দিগ্বিদিকে, সেই ইতিহাস যাচ্ছে লিখে,
শুভংকরের সুপ্ত ক্ষতি একাত্তরেই ছিল,
সব হারানোর এই নিয়তি একাত্তরেই ছিল।

অনেক বছর মরলি ঘুরে, পাঁচের পরে তিরিশ,
সব আছে তোর দেখবি, যদি একাত্তরেই ফিরিস।

ফতেমোল্লা
২৬শে মার্চ, ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬ সাল)

****